দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..16 MAY 2010...
পৃষ্ঠা ...১৫ কলাম ...৫......

বাহিনীর অভয়ারণ্য বলে বিবেচিত হতো। শান্তিচুক্তির পূর্বে এই এলাকাতেই সবচেয়ে বেশী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে দুর্গমতার কারণে এই এলাকার সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা সম্ভব না হওয়ায় আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসীদের চলাচলের রুট হিসাবে এই এলাকা সবসময় নিরাপদ হিসাবে সন্ত্রাসীদের কাছে বিবেচিত ছিল। শান্তিচুক্তি হওয়ার পর এই এলাকা জেএসএস-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দখলে চলে যায়। কিন্তু ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে সমঅধিকার নেতা ক্ষিনা মোহন চাকমার হত্যাকান্ডের জের ধরে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সেনাবাহিনী জেএসএস-এর অন্যতম শীর্ষ নেতা সত্যবীর দেওয়ানকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করে। পরবর্তীকালে সত্যবীর দেওয়ানের দেওয়া তথ্য থেকে সেনাবাহিনী অত্র এলাকা থেকে জেএসএস এর আরো ৪-৫ জন গেরিলা নেতাকে গ্রেফতার করে। ফলে ঐ এলাকা থেকে জেএসএস এর অন্য সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অনেকে পালিয়ে যায় এবং অনেকে প্রতিপক্ষ ইউপিডিএফ-এর সাথে যোগ দেয়। অন্যদিকে ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর সংস্কারপন্থী গ্রুপের মধ্যেও নৈকট্য সৃষ্টি হয়। এতে করে জেএসএস-এর অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ায় এ সুযোগ গ্রহণ করে অপর পাহাড়ী সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ অত্র এলাকায় প্রবেশ করে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এলাকার একটি

রাজধানীর বারডে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছড়িয়ে পড়ে। ভয়ে তারা দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। এই ঘটনায় দুপুর ২টা ২৫ মিনিট থেকে শাহবাগ মোড় এলাকায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শাহবাগের চতুর্দিকে আটকেপড়া হাজার হাজার যানবাহনের যাত্রীরা গরমের মধ্যে আটকা পড়ে। রাজধানীর ব্যস্ততম এ

ক্যাডেট

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

নিয়ে সকলেই জিপিএ-৫ পেয়েছে। বরিশাল ক্যাডেট কলেজ থেকে ৪৫ জন করে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রত্যেকেই জিপিএ-৫ পেয়েছে। রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ থেকে ৪৪ জন করে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রত্যেকেই জিপিএ-৫ পেয়েছে। ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে ৪৩ জন করে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রত্যেকেই জিপিএ-৫ পেয়েছে।